

## যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৯৫২

১/ বিবিধ

আরবী

كان إذا تلا (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال: آمين، حتى يسمع من يليه من الصف الأول (فيرتج بها المسجد)  
ضعيف

أخرجه أبو داود (1 / 148) والسياق له وابن ماجه (1 / 281) والزيادة له، كلاهما من طريق بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة مرفوعا قلت: وهذا سند ضعيف، وقول الحافظ أبو زرعة ابن العراقي في " طرح التثريب " (2 / 268) : " وإسناده جيد " غير جيد، يبينه ما يأتيك من النصوص، فقال الحافظ في " التلخيص " (90) : وبشر بن رافع ضعيف، وابن عم أبي هريرة، قيل: لا يعرف، وقد وثقه ابن حبان . وقال البوصيري في " الزوائد " (ق 1 / 56) : " هذا إسناد ضعيف، أبو عبد الله لا يعرف حاله

وبشر ضعفه أحمد، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات " . قلت: وتام كلام ابن حبان (1 / 179) : " كأنه كان المتعمد لها " . ومن أوهام الشوكاني رحمه الله أنه قال في هذا الحديث بعد أن ذكره المجد ابن تيمية بلفظ أبي داود ولفظ ابن ماجه (2 / 188) قال الشوكاني: " أخرجه أيضا الدارقطني، وقال: إسناده حسن، والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما " والبيهقي وقال: حسن صحيح " ! وهؤلاء إنما أخرجوا الشطر الأول من الحديث بلفظ: " كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته فقال: آمين " ، فليس فيه تسميع من يليه من الصف.... الخ، فهذا اللفظ لا يحتمل ما يحتمله لفظ ابن

ماجه من تأمين المؤتمين أيضا حتى يرتج بها المسجد، فثبت الفرق بين اللفظين، ولم يجز عزو الأول منهما إلى من أخرج الآخر، كما هو ظاهر

على أن هذا اللفظ إسناده ضعيف أيضا، فإن فيه عندهم جميعا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي وهو المعروف بابن زبريق وهو ضعيف، قال أبو حاتم: " شيخ لا بأس به " وأثنى عليه ابن معين خيرا، وقال النسائي: " ليس بثقة ". وقال محمد بن عوف: " ما أشك أن إسحاق بن زبريق يكذب

لكن هذا اللفظ معناه صحيح، فإن له شاهدا من حديث وائل بن حجر بسند صحيح. وأما اللفظ الأول فلا أعرف ما يشهد له من السنة إلا ما رواه الشافعي في " مسنده " (1 / 76) : أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: " كنت أسمع الأئمة وذكر ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين، ويقول من خلفهم آمين، حتى أن للمسجد للجة ". سكت عليه الحافظ كما سبق قريبا، وفيه علتان: الأولى: ضعف مسلم بن خالد وهو الزنجي، قال الحافظ: صدوق، كثير الأوهام

الثانية: عنعنة ابن جريج، فإنه كان مدلسا، ولعله تلقاه عن خال بن أبي أنوف فقد رواه عن عطاء بلفظ: " أدركت مائتين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد (يعني الحرام) إذا قال الإمام " ولا الضالين " رفعوا أصواتهم بآمين، (وفي رواية) : سمعت لهم رجة بآمين ". أخرجه ابن حبان في " الثقات " (2 / 74) والبيهقي (2 / 59) والرواية الأخرى له. وخالد هذا ترجمه ابن أبي حاتم (1 / 2 / 355 - 356) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وأورده ابن حبان في " الثقات " وفي ترجمته ساق له هذا الأثر، وتوثيق ابن حبان فيه تساهل معروف، ولذلك فإني غير مطمئن لصحة روايته، فإن كان ابن جريج أخذه عنه فالطريق واحدة، وإلا فلا ندري عن تلقاه ابن جريج، ويبدو أن الإمام الشافعي نفسه لم يطمئن أيضا لصحة روايته هذه، فقد ذهب إلى خلافها، قال في " الأم " (1 / 95) : " فإذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن قال آمين، ورفع بها صوته، ليقندي به من كان خلفه، فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم، ولا

أحب أن يجهروا بها". فلوأن هذا الأثر ثابت عن أولئك الصحابة عند الشافعي لما أحب خلاف فعلهم إن شاء الله ولذلك فالأقرب إلى الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعي أن يجهر الإمام دون المؤتمين. والله أعلم

ثم رأيت البخاري قد علق أثر ابن الزبير المذكور بصيغة الجزم، فقال الحافظ في "الفتح" (2 / 208): "وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء، قال ويعني ابن جريج، قلت له: أكان ابن الزبير يؤمن على أثر أم القرآن؟ قال: نعم، ويؤمن من وراءه حتى أن للمسجد للجة، ثم قال: إنما آمين دعاء". قلت: وهو في "مصنف عبد الرزاق" (برقم 2640 ج 2) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (3 / 364). فقد صرح ابن جريج في هذه الرواية أنه تلقى ذلك عن عطاء مباشرة، فأما بذلك تدليسه، وثبت بذلك هذا الأثر عن ابن الزبير، وقد صح نحوه عن أبي هريرة، فقال أبو رافع: "إن أبا هريرة كان يؤذن لمروان بن الحكم، فاشترط أن لا يسبقه بـ" الضالين " حتى يعلم أنه قد دخل الصف، فكان إذا قال مروان: "ولا الضالين" قال أبوهريرة: آمين يمد بها صوته، وقال: إذا وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء غفر لهم". أخرجه البيهقي (2 / 59) وإسناده صحيح. فإذا لم يثبت عن غير أبي هريرة وابن الزبير من الصحابة خلاف الجهر الذي صح عنهما، فالقلب يطمئن للأخذ بذلك أيضا، ولا أعلم الآن أثرا يخالف ذلك، والله أعلم

বাংলা

৯৫২। তিনি যখন গায়রিল মাগযুবে আলাইহিম ওয়ালায যাল্লীন তেলাওয়াত করতেন তখন আমীন বলতেন। এমনকি তার পিছনে প্রথম কাতারে যারা থাকত তারা শুনতে পেত। আমীনের দ্বারা মসজিদ কেঁপে উঠত।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি আবু দাউদ (১/১৪৮) এবং ইবনু মাজাহ (১/২৮১)[বর্ধিত অংশটুকু তারই] তারা উভয়ে বিশর ইবনু রাফে সূত্রে আবু আবদিলাহ ইবনু আম্মে আবী হুরাইরাহ হতে তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি দুর্বল। হাফিয আবু যুর'আহ ইবনুল ইরাকী "তারহত তাছরীব" (২/২৬৮)

গ্রন্থে যে বলেছেনঃ সনদটি ভাল। তা সঠিক নয়। হাফিয ইবনু হাজার "আত-তালখীস" (পৃঃ ৯০) গ্রন্থে বলেনঃ বিশর ইবনু রাফে' দুর্বল। ইবনু আম্মে আবী ছুরায়রাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে তাকে চেনা যায় না। অথচ ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। বুসয়রী "আয-যাওয়ালেদ" (কাফ ১/৫৬) গ্রন্থে বলেনঃ এ সনদটি দুর্বল। আবু আবদিম্মার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না। বিশরকে ইমাম আহমাদ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু হিব্বান বলেনঃ তিনি জাল হাদীছ বর্ণনাকারী।

আমি (আলবানী) বলছিঃ ইবনু হিব্বানের পূর্ণ কথা (১/১৭৯) হচ্ছেঃ সম্ভবত তিনি তা ইচ্ছাকৃতই করতেন।

শাওকানী সন্দেহ বশত বলেছেনঃ হাদীছটি ইবনু তাইমিয়াহ আবু দাউদ ও ইবনু মাজার (২/১৮৮) বাক্যে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেছেনঃ দারাকুতনী হাদীছটি বর্ণনা করে বলেছেনঃ সনদটি হাসান। হাকিমও বর্ণনা করে বলেছেনঃ শাইখায়েনের শর্তানুযায়ী হাদীছটি সহীহ। বাইহাকীও বর্ণনা করে বলেছেনঃ হাদীছটি হাসান সহীহ।

তারা শুধুমাত্র হাদীছটির প্রথম অংশটি নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করেছেনঃ

তিনি যখন উম্মুল কুরআন (ফাতিহাহ) পাঠ করা শেষ করতেন তখন আওয়ায উঁচু করে আমীন বলতেন। পরের অংশটি তারা বর্ণনা করেননি।

এ বাক্যের সনদটিও দুর্বল। কারণ তাদের সনদে ইসহাক ইবনু ইবরাহীম ইবনে আলা আয-যুবাইদী (ইবনু যাবরীক নামে পরিচিত) রয়েছেন- তিনি দুর্বল। আবু হাতিম বলেনঃ তিনি শাইখ তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। ইবনু মা'ঈন তার প্রশংসা করেছেন। নাসাঈ বলেনঃ তিনি শক্তিশালী নন। মুহাম্মাদ ইবনু আউফ বলেনঃ ইসহাক ইবনু যাবরীক যে মিথ্যা বলতেন তাতে আমি কোন সন্দেহ পোষণ করি না।

তবে এ বাক্যের অর্থটি সহীহ। কারণ ওয়ায়েল ইবনু ছযরের সহীহ সনদের হাদীছে তার শাহেদ রয়েছে।

কিন্তু ইমাম শাফে'ঈর বর্ণনা ছাড়া প্রথম বাক্যের জন্য সুন্নাহ হতে কোন শাহেদ সম্পর্কে আমি জানি না। তিনি তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (১/৭৬) মুসলিম ইবনু খালেদ হতে তিনি ইবনু জুরায়েজ হতে তিনি আতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ আমি ইমামদের থেকে শুনেছি ইবনুয যুবায়ের ও তার পরের ব্যক্তির আমীন বলতেন। তাদের পিছনের (কাতারের) ব্যক্তির আমীন বলতেন। এমনকি মসজিদ কেঁপে উঠত।

এটিতে দুটি সমস্যাঃ

১। মুসলিম ইবনু খালেদ দুর্বল। হাফিয বলেনঃ তিনি সত্যবাদী, তবে বহু সন্দেহ প্রবণ ছিলেন।

২। ইবনু জুরায়েজ কর্তৃক আন আন করে বর্ণনাকৃত। তিনি একজন মুদল্লিস বর্ণনাকারী ছিলেন।

ইমাম বুখারী ইবনুয যুবায়েরের আছারটি দৃঢ় ভাষায় মুয়াল্লাক হিসাবে বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার "ফতহুল বারী" (২/২০৮) গ্রন্থে বলেনঃ আব্দুর রাযযাক ইবনু জুরায়েজের মাধ্যমে আতা হতে ইবনুয যুবায়ের পর্যন্ত মওসূল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ইবনু জুরায়েজ বলেনঃ আমি আতাকে বললাম ইবনুয যুবায়ের উম্মুল

কুরআন পড়ার পরে কি আমীন বলতেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। তার পিছনের ব্যক্তিরও আমীন বলতেন। এমনকি মসজিদ কেঁপে উঠত। অতঃপর বলেনঃ আমীন হচ্ছে দো'আ।

আমি (আলবানী) বলছিঃ উক্ত আছারটি "মুসান্নাফ ইবনু আবদির রায়যাক" (নং ২৬৪০, খণ্ড ২) গ্রন্থে এসেছে।

তার সূত্র হতে ইবনু হায়ম "আল-মুহাল্লা" (৩/৩৬৪) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

ইবনু জুরায়েজ এই বর্ণনায় স্পষ্ট করে বলেছেন যে, তিনি আতা হতে সরাসরি গ্রহণ করেছেন। অতএব এর দ্বারা আমরা তার তাদলীস হতে রক্ষা পাচ্ছি। এ দ্বারাই আছারটি ইবনুয যুবায়ের হতে সাব্যস্ত হচ্ছে।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতেও সহীহ বর্ণনায় অনুরূপ সাব্যস্ত হয়েছে। আবু রাফে' বলেনঃ আবু হুরাইরাহ (রাঃ)

মারওয়ান ইবনুল হাকামের আযান দিতেন। ... মারওয়ান যখন অলায যাল্লীন বলতেন তখন আবু হুরাইরাহ (রাঃ) দীর্ঘ আওয়াযে আমীন বলতেন। তিনি আরো বলেনঃ যদি যমীনবাসীর আমীন আসমানবাসীর আমীনের সাথে মিলে যায় তাহলে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।

এটি বাইহাকী (২/৫৯) বর্ণনা করেছেন। তার সনদটি সহীহ।

যখন আবু হুরাইরাহ ও ইবনুয যুবায়ের (রাঃ) কর্তৃক প্রকাশ করে উঁচু স্বরে আমীন বলার বিপরীতে অন্য কোন সাহাবা হতে ভিন্ন মত পাওয়া যাচ্ছে না, তখন সেটিই গ্রহণ করাতে তৃপ্তি রয়েছে। এখন পর্যন্ত এর বিরোধী কোন আছার সম্পর্কে আমি অবহিত হয়নি।

## ফুটনোট

অনুবাদক কর্তৃক সতর্কীকরণঃ

পাঠকবন্দ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামের পিছনে আমীন বলার নির্দেশ প্রদান করেছেন মর্মে সহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আমীন বলাতে বড় ধরনের ফযীলতও বর্ণিত হয়েছে। শাইখ আলবানী ৯৫১ ও ৯৫২ নম্বরে উল্লেখিত বাক্যের হাদীছ দুটিকে যে ভিত্তিহীন ও দুর্বল বলেছেন। এ দ্বারা তিনি আমীন উচ্চস্বরে বলা যাবে না তা বুঝাননি। তিনি শুধুমাত্র উক্ত ভাষায় হাদীছ দুটি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সহীহ সূত্রে সাব্যস্ত হয়নি তাই বুঝিয়েছেন। কারণ উচ্চস্বরে আমীন বলার নির্দেশ সম্বলিত একাধিক মারফু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্য হতে কয়েকটি হাদীছ নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন ইমাম আমীন বলবে তখন তোমরাও আমীন বল। কারণ যে ব্যক্তির আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে তার পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। ইবনু শিহাব বলেনঃ রাসূল আমীন বলতেন। [হাদীছটি ইমাম বুখারী (হাঃ ৭৮০), মুসলিম (হাঃ ৬১৮), তিরমিযী (হাঃ ২৩২), নাসাঈ (হাঃ ৯১৮), আবু দাউদ (হাঃ ৮০১) ও ইবনু মাজাহ (হাঃ ৮৪১) বর্ণনা করেছেন]।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন ইমাম গায়রিল মাগযুবি

আলাইহিম ওয়ালায যাল্লীন' বলবে, তখন তোমরা আমীন বল। কারণ যে ব্যক্তির আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে তার পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। [হাদীছটি ইমাম বুখারী (হাঃ ৭৮২), মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ ও ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন]।

এ ছাড়া আবু হুরাইরাহ ও ইবনু যুবায়ের (রাঃ) হতে উচ্চ আওয়াযে আমীন বলার সহীহ সনদে মওকুফ হাদীছ সাব্যস্ত হয়েছে, এমনকি মসজিদ কেঁপে উঠত যেমনটি আপনারা অবগত হয়েছেন। অন্য কোন সাহাবা হতে তাদের বিপরীত কোন সিদ্ধান্ত বর্ণিত হয়নি। অতএব আমীন উচ্চ আওয়াযে বলাই হচ্ছে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71831>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন